ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 121 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৭৭ ● কলকাতা ● ২৯ আশ্বিন, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ১৬ অক্টোবর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 84

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

জানি না অন্ধকারে আমি কোন্ কোন্ জানোয়ারের কল্পনা করে নিতাম। কখন কখন লাগত-"কোন ভূত-প্রেত আসে যদি।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই লাগত, "গুরুদেব আছেন না। তাঁর সামনে কোন ভূত প্রেত আসতে পারে না।" এইসব চিন্তাকে গুরুদেব জানতে পারছিলেন। তিনি কথায় কথায় জেনেশুনে এই রকমের ভয়ের বিষয় উঠিয়ে অপরোক্ষভাবে আমার ভয়, ভীতি দূর করার চেষ্টা করতেন।

কখন কখন বিচার আসত, "এই সব ঝমেলা ঐ শিববাবার জন্যই উৎপন্ন হয়েছে। না তিনি আমার জীবনে আসতেন আর না তাঁর জন্য এই গুরুদেব আমাকে ধরে আনতেন আর না আমি এই খাতে আসতাম। **ক্রমশঃ**

মমতার মুখেও বঞ্চনার সুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিপর্যস্ত পাহাড়ের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বুধবার জেলাশাসক, পুলিশ সুপারদের নিয়ে বৈঠক করেন। এরপর প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে এখনও পর্যন্ত কী কী করেছে রাজ্য সরকার, তার খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি।দুর্গতদের সাহায্য করার জন্য যে কেউ সেখানে টাকা চেক মারফত দিতে পারেন। এদিন অরূপ বিশ্বাস অ্যাকাউন্টের ডিটেলস দেন। অ্যাকাউন্টের নাম, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি'। অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে ICICI ব্যাঙ্কের হাওড়া শাখায়, অ্যাকাউন্ট নম্বর 628001041066, IFSC No- ICICI icic0006280।আর সে প্রসঙ্গেই তাঁর মুখে শোনা যায় বঞ্চনার সুর। তিনি বলেন, 'একটা পয়সাও কারোর থেকে পাইনি, তবুও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এত কিছু করা হয়েছে।' এই উত্তরবঙ্গ নিয়ে বারবার রাজ্য সরকারকে বিঁধেছেন বিরোধীরা। উত্তরবঙ্গের মানুষ রাজ্য

এরপর ৩ পাতায়

সামনের সপ্তাহেই SIR ঘোষণা?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলায় দ্রুত বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা(SIR) শুরু করতে চাইছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। SIR শুরুর আগে 'ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিং'-র কাজ শেষ করা দরকার। এর জন্য সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, সেই সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ হয়নি। তাই দ্রুত কাজ শেষের জন্য জেলার আধিকারিকদের বার্তা দিল কমিশন।দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ ফারাক। বাংলায় SIR হলে এক কোটি নাম বাদ পড়বে বলে বিজেপি বারবার দাবি করছে। রাজ্যের শাসকদল আবার জানিয়েছে, একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়লে তারা আন্দোলনে নামবে। এই পরিস্থিতিতে SIR-র আগে আঁটঘাঁট বেঁধে নামতে চাইছে নির্বাচন কমিশন।আগামিকালের মধ্যে কাজ শেষ করে এসপ্তাহের মধ্যে ওয়েবসাইটে আপলোড করতে নির্দেশ দেওয়া হল। ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখাই হল 'ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিং'। বুধবার (১৫ অক্টোবর)-র মধ্যে ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিংয়ের কাজ শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু, বিভিন্ন জেলায় এখনও সেই কাজ শেষ হয়নি। এদিন ম্যাপিং বা ভোটার তালিকা মেলানো সংক্রান্ত বৈঠকে সেই ছবি উঠে আসে।

সূত্রের খবর, ম্যাপিংয়ের কাজে সবচেয়ে পিছিয়ে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি। বন্যার কারণে পিছিয়ে তারা। সেদিকে নজর রয়েছে কমিশনের। এদিন বৈঠকে সব জেলার এডিএমকে কমিশন নির্দেশ দেয়, আগামিকালের মধ্যে কাজ শেষ করে এসপ্তাহের মধ্যে ওয়েবসাইটে তথ্য আপলোড করতে হবে।

প্রশ্ন উঠছে, চলতি সপ্তাহে ওয়েবসাইটে তথ্য আপলোড হওয়ার পর কি পরের সপ্তাহে SIR-র ঘোষণা করবে কমিশন? বাংলায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা শুরুর আগে ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিংকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে কমিশন। কারণ, জেলায় জেলায় ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকার পার্থক্য কতটা, তা জানা যাবে ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিংয়ে। এতে SIR-র ক্ষেত্রে সুবিধা হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এখনও পর্যন্ত ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিংয়ে যে যে তথ্য সামনে এসেছে, সেখানে বিভিন্ন জেলায় ২০০২ ও ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় বিস্তর ফারাক দেখা গিয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে সেই ফারাক ৪৫ শতাংশ।

দুর্গাপুর 'গণধর্ষণ'কাণ্ডে এবার গ্রেফতার নির্যাতিতার সহপাঠী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দুর্গাপুর 'গণধর্ষণ'কাণ্ডে এবার গ্রেফতার নির্যাতিতার সহপাঠী। ধৃত ওয়াসেফ আলি মালদার বাসিন্দা। পুলিশ জানাচ্ছে, এই ঘটনা ঘটার পর থেকেই সহপাঠীর ভূমিকা স্ক্যানারের মধ্যে ছিল। এই পরিস্থিতিতে নির্যাতিতার বিবৃতি নেওয়া হয়। আজ তিনি গোপন জবানবন্দি দিয়েছেন। তাতে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায় সহপাঠীর বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে দাবি, ক্যাম্পাসের CCTV ফুটেজে দেখা যায়, এর ঠিক ৪১ মিনিট পর, দেখা যায় ক্যাম্পাসে একসঙ্গে ঢুকছেন নির্যাতিতা এবং তাঁর সহপাঠী। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গার্লস হস্টেলের দিকে পা বাড়ান নির্যাতিতা। এই ঘটনায় আগেই ৫ জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। এবার গ্রেফতার করা হল নির্যাতিতার সহপাঠীকেও।সেই তথ্যপ্রমাণ পাওয়ার পর, সহপাঠীর বক্তব্যে বেশকিছু অসঙ্গতি ধরা পড়ে। শেষমেশ তাকে গ্রেফতার করা হল। অর্থাৎ, দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়াকে 'গণধর্ষণ' মামলায় এর আগেই পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এবার গ্রেফতার করা হল নির্যাতিতার সহপাঠীকে। কিছুক্ষণ আগেই সাংবাদিক বৈঠক করে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী জানিয়েছিলেন যে, সহপাঠীর ভূমিকা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। এবার তাকে গ্রেফতার করা হল। কাল ধৃতকে আদালতে তোলা হবে।

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের পর এবার দুর্গাপুরের IQ সিটি মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের অভিযোগ। ফের রাজ্যের বুকে আরও এক হাড়হিম করা ঘটনা। দুর্গাপুরে মেডিক্যাল কলেজের ক্যাম্পাস থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যেই ওই পড়ুয়াকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ! ঠিক কী ঘটেছিল শুক্রবার ? ইতিমধ্যে কলেজ ক্যাম্পাসের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ। রাতে

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

দুর্গাপুর 'গণধর্ষণ'কাণ্ডে এবার গ্রেফতার নির্যাতিতার সহপাঠী

সহপাঠীর সঙ্গে খেতে ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। তারপরই ভয়ঙ্কর ঘটনা। ঝোপের মধ্যে ডাক্তারির ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। দুর্গাপুর গণধর্ষণকাণ্ডে মঙ্গলবার সেই সহপাঠীকেই গ্রেফতার করল পুলিশ। শুরু থেকেই সন্দেহের তালিকায় ছিল এই সহপাঠী। পুলিশ সূত্রে দাবি, মালদার বাসিন্দা MBBS পড়ুয়া ওয়াসেফ আলির বক্তব্যে অসঙ্গতি ছিল। বন্ধুকে ওই পরিস্থিতিতে ফেলে রেখে কেন তিনি চলে গিয়েছিলেন ? ক্যাম্পাসে গিয়ে কেন কাউকে ঘটনার কথা জানালেন না ? পুলিশেই বা খবর দিলেন না কেন? সেনিয়েও প্রশ্ন ছিল। মঙ্গলবার সন্ধেয় নির্যাতিতার ওই সহপাঠীকেও গ্রেফতার করল পুলিশ। সেই রাতে ঠিক কী হয়েছিল, তা জানতে এদিন ঘটনার পুনর্নির্মাণও করে পুলিশ।

সূত্রের খবর, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, শুক্রবার সন্ধে ৭টা ৫৮ মিনিট নাগাদ, এক সহপাঠীর সঙ্গে কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে বেরোন নির্যাতিতা। পুলিশ সূত্রে দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে নির্যাতিতার সহপাঠী জানান, তাঁরা রাতের খাবার খেতে বেরিয়েছিলেন। অভিযোগ, শুরু থেকেই তাঁদের পিছু নেয় ৩ অজ্ঞাত পরিচয় যুবক। কলেজ ক্যাম্পাস থেকে প্রায় এক কিমি দূরে মোহনবাগান অ্যাভিনিউ। অভিযোগ, জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে গিয়ে কেড়ে নেওয়া হয় মোবাইল ফোন। পুলিশ সূত্রে দাবি, কলেজের সিসিটিভি-তে দেখা গেছে, রাত ৮টা ৪২ মিনিটে ক্যাম্পাসে একাই ফিরে আসছেন নির্যাতিতার সহপাঠী। পুলিশ সূত্রে খবর, নির্যাতিতাকে গণধর্ষণের সময় সেখানে আরও ২ জন চলে আসে। অভিযোগ, তখনই তরুণীর মোবাইল ফোন নিয়ে চলে যায় ৩ অভিযুক্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আবার ফিরে আসে। এরপর নির্যাতিতার মোবাইল ফোন থেকেই তাঁর সহপাঠীকে ফোন করে ঘটনাস্থলে ডাকা হয়।

দূরসংযোগ বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ লাইসেন্সড সার্ভিস এরিয়ার দপ্তরে ৭৫ জন "সঞ্চার মিত্র"কে অন্তর্ভুক্ত করল

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর, ২০২৫

দূরসংযোগ বিভাগ (ডিওটি), পশ্চিমবঙ্গ এল.এস.এ. আজ পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ১৪-টি প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে নির্বাচিত ৭৫ জন ছাত্রছাত্রীকে "সঞ্চার মিত্র" প্রকল্প ২.০-র অধীনে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ মহাপরিচালক (দূরসংযোগ) শ্রী প্রদীপ গুপ্তর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন শ্রী কে. ডি. ভিসো, উপ-

এরপর ৬ পাতায়

(১ম পাতার পর)

দুর্গাপুর 'গণধর্ষণ'কাণ্ডে এবার গ্রেফতার নির্যাতিতার সহপাঠী

সরকারের বঞ্চিত বলে ভোটের ময়দানে সুর চড়িয়েছেন।

এমনিতেই উত্তরবঙ্গ বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। পাহাড়ের তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে কালিম্পঙ অনীত থাপার দলের দখলে, বাকি দুটি আসন বিজেপির হাতে। এমনকি মমতার এই উত্তরবঙ্গ সফরকেও 'প্রমোদের ভ্রমণ' বলে কটাক্ষ করেছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই পরিস্থিতিতে বিপর্যয়ের সময়ে উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিলেন, উত্তরবঙ্গের মানুষের বিপদের দিনে ঠিক কী কী করছে রাজ্য সরকার।

আর সেক্ষেত্রে যে কেন্দ্রের তরফ থেকে এক ফোঁটাও সাহায্য পাননি, সেটাও স্পষ্ট করে দেন। ধসে ভেঙেছে দুধিয়া ব্রিজ, ৭ দিনের মধ্যে সেখানেই একটি অস্থায়ী ব্রিজ তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "মিরিকে যেদিকটায় গিয়েছিলাম, দুধিয়া ব্রিজের কাছে, দেখলাম, একটা পায়ে হাঁটার ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে, আরেকটা অস্থায়ী ব্রিজ তৈরি করা হচ্ছে সাত দিনের মধ্যে। তাছাড়া পাকা ব্রিজও তৈরি হচ্ছে।" মুখ্যমন্ত্রী জানান, দার্জিলিঙে চারটি ব্লক, ৯ টি পৌরসভায় ৭০ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

১ হাজার ৩০০র বেশি মানুষকে কেবল দার্জিলিঙেই উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকারী, পুলিশকে কুর্নিশ জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, "আইসি, এসপি-রা যেভাবে কাজ করেছেন, তার তুলনা নেই। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার জন্য পরদিন ভোর থেকে ফিল্ডে রয়েছেন।" পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, "আমাদের সিভিল ডিফেন্স অ্যাক্টিভ হয়ে গিয়েছে, আরও এমন অ্যাক্টিভ করে তুলব যে তাঁরা সবাইকে পাল্লা দিতে পারে।

কুইক রেসপন্স টিম, তাঁরা ভীষণ ভাল কাজ করেছে।" মুখ্যমন্ত্রী জানান, মিরিক বাজার, সুখিয়াপোখরিতে রিলিফ ক্যাম্প চলছে। 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান ক্যাম্পে' কাজও বর্ধিত করা হয়েছে বলে জানান তিনি। প্রতি ব্লকে ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই বিপর্যয়ে যাঁদের নথি হারিয়ে গিয়েছে, তাঁরা রিলিফ ক্যাম্প থেকে আবেদন করলেই, সেখানেই করে দেওয়া হচ্ছে।

সেখানে চিকিৎসকদের ক্যাম্প রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, দুর্গতদের ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক থেকে ১৬ হাজার কিটস দেওয়া হয়েছে। তারপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা কিন্তু একটা পয়সাও কারোর কাছ থেকে পাইনি।

কিন্তু তারপরও দেখছেন কীভাবে আমাদের সরকার দুর্গতদের জন্য কাজ করছে। আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি।" কথার রেশ টেনে তিনি বলেন, "এখন যে পরিমাণ ধ্বংস হয়েছে, যে নির্মাণ করতে হবে, ব্রিজ ভেঙেছে বহু, অনেক কালভার্ট, রাস্তা, বাড়ি, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নষ্ট হয়েছে। চাষের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। চাষিদের শস্য বিমার টাকা দেওয়া হবে।" উল্লেখ্য, প্রথম থেকেই বিরোধীদের তরফ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছিল, কেন বিপর্যয়ের পরই রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের সেখানে দেখা যায়নি।

রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন, কেন মুখ্যমন্ত্রী এত বড় বিপর্যয়ের পরও কার্নিভালে ব্যস্ত ছিলেন, কেন রাজ্য সরকারি টিম ছিল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সেক্ষেত্রে NDRF, সেনাই অধিকাংশ উদ্ধারকার্য চালিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। ঘটনার পর বিপর্যস্ত এলাকায় যান শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্তও। ত্রাণ শিবিরগুলো ঘুরে দেখেন তাঁরা।

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, রাজ্য সরকারের তরফে বিপর্যস্ত এলাকায় ঠিক কী কী করা হয়েছে। আর তাতে কেন্দ্রের কী ভূমিকা। সোমবারও বামনডাঙা থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মমতা বলেন, "সবটাই তো আমাদের করতে হয়। দিল্লি এক পয়সাও দেয় না।" ইতিমধ্যেই রাজ্যের তরফে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে বঙ্গে এবার কি টোটো নিয়েও রাজনীতি?

ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে বঙ্গে এবার কি টোটো নিয়েও রাজনীতি? পুরোদমে শুরু হয়ে গেল শাসক-বিরোধী তরজা। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রাজ্যের সব টোটোর রেজিস্ট্রেশন করতে হবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ দিতে হবে ১ হাজার টাকা। কিন্তু কেন এই রেজিস্ট্রেশন ফি নেওয়া হচ্ছে?একদিকে যেমন টোটো চালকদের দুর্ঘটনা রয়েছে, তেমনই যাত্রীদেরও ক্ষতি হচ্ছে।"অন্যদিকে পরিবহন মন্ত্রী যদিও সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন গোটা প্রক্রিয়ায় একযোগে মাঠে নামবে পুলিশ, পরিবহন দফতর, ইউনিয়নগুলি। ১৩ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে চিহ্নিতকরণের কাজ চলবে। অনলাইনের পাশাপাশি সরকারি সহায়তা কেন্দ্র থেকেও এই কাজ করা যাবে। সব টোটোতেই থাকবে নম্বর প্লেট। অস্থায়ী এনরোলমেন্ট নম্বরের সঙ্গে থাকবে কিউআর কোডও।প্রশ্ন তুলে টোটো চালকদের রেজিস্ট্রেশন করতে কার্যত নিষেধ করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ছাব্বিশে তাঁরা ক্ষমতায় এলে কী করবেন তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। তা নিয়েই শুরু হয়ে গিয়েছে তরজা। পাল্টা খোঁচা তৃণমূলেরও।

শুভেন্দুর সাফ কথা, "রেজিস্ট্রেশন নিয়ে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু কেন এক হাজার টাকা দিতে হবে? কেন প্রতি মাসে ১০০ টাকা দিতে হবে? আমি বলব কাউকে টাকা দেবেন না।

বিধানসভা ভোট পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশনও করবেন না। আমরা এলে পলিসি হবে। আমরা ঠিক পলিসি করে দেব।" এ নিয়ে যদিও পাল্টা তোপ দাগতে ছাড়ছে না শাসকদল। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলছেন, "টোটোকে রেগুলাইজ করা খুবই প্রয়োজন।

শুভেন্দু তো অপদার্থ পরিবহন মন্ত্রী ছিল। তাই সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। অনিয়ন্ত্রিত টোটো চলাচলের ফলে কলকাতা ও শহরতলির মানুষের নিত্যদিনের যন্ত্রণা বাড়ছে। রোজ কোথাও না কোথাও দুর্ঘটনা ঘটছে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ষষ্ঠ পর্ব)

আছে। প্রাচীন সনাতনী ধর্ম অবলম্বী কিছু মানুষ তাদের কর্ম, শিক্ষা, ও ধর্ম সংস্কৃতিবান দিয়ে তাদের নিজেরাই আজ সত্যের পথের পথিক হয়ে ঈশ্বরের পরিণতি হয়েছে।আজ আমরা যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি এটা কতটা সঠিক পথ, তা হয়তো আমাদের অনেকের অজানা। ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা,তৎকালীন যুগে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বহু ব্যক্তি যুদ্ধ এবং বিগ্রহ শামিল হয়েছিল। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বয়ং নিজেই আবির্ভূত হয়েছিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে,এই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

কেনিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাইলা ওডিঙ্গার প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কেনিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাইলা ওডিঙ্গার প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক্স-হ্যান্ডেলে এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন :

"আমার বন্ধু এবং কেনিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাইলা ওডিঙ্গার প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। তিনি একজন প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক এবং ভারতের যথার্থ বন্ধু। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় থেকে তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ হয়েছিল এবং বছরের পর বছর ধরে আমাদের এই ঘনিষ্ঠতা বজায় ছিল। ভারতের প্রতি, আমাদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং প্রাচীন প্রজ্ঞার প্রতি তাঁর বিশেষ ভালবাসা ছিল। ভারত-কেনিয়া সম্পর্ক মজবুত করার ক্ষেত্রে তাঁর এই প্রয়াসের প্রতিফলন দেখা গেছে। তাঁর কন্যার স্বাস্থ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করে আর্য়ুবেদ এবং ভারতের পরম্পরাগত ভেষজ ওষুধের প্রতি তাঁর বিশেষ আস্থা জন্মেছিল। শোকের এই মুহূর্তে তাঁর পরিবার, বন্ধুবর্গ এবং কেনিয়ার মানুষের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

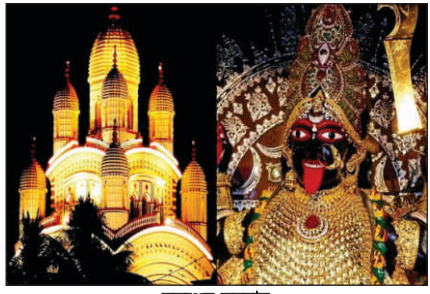

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

নৃমুণ্ডমালিনী, পদতলে পিষ্ট পুরুষমূর্তি। অর্থাৎ কালীমূর্তির খানিকটা আদল।

কেবলমাত্র বৈদিক পৌরাণিক নথি দেখলেও কালীর প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ড. এ.পি.জে. আবদুল কালাম জন্মজয়ন্তী ২০২৫: 'জনতার রাষ্ট্রপতি' ও 'মিসাইল ম্যান'-এর অজানা কিছু দিক

(৩ পাতার পর)

বেবি চক্রবর্ত্তী

সমগ্র দেশ আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে ভারতের 'জনতার রাষ্ট্রপতি' ও 'মিসাইল ম্যান' ড. এ.পি.জে. আবদুল কালামকে। ১৯৩১ সালের এই দিনে তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। বিজ্ঞানী, শিক্ষক, রাষ্ট্রপতি — এক অসাধারণ জীবনের প্রতিটি অধ্যায়েই ছাপ ফেলেছিলেন তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব ও দেশপ্রেম।

ড. কালাম ছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, যিনি ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র ও মহাকাশ কর্মসূচিতে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে তৈরি হয়েছিল অগ্নি ও পৃথ্বী মিসাইল — যা ভারতের প্রতিরক্ষা ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়।

২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন ড. কালাম। তবে তিনি শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি ছিলেন না — তিনি ছিলেন 'জনতার রাষ্ট্রপতি', যাঁর দরজা সর্বদা খোলা ছিল সাধারণ মানুষের জন্য।

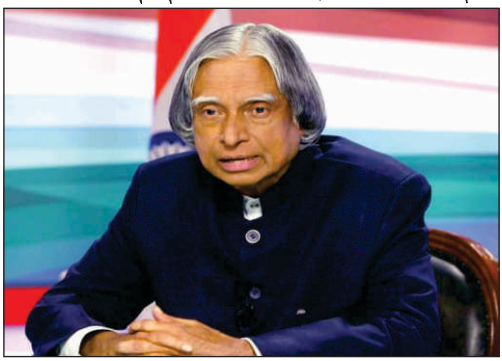

এই মহান ব্যক্তিত্বের জন্মজয়ন্তীতে জানি তাঁর জীবনের কিছু কম-জানা তথ্য—

1. ভারতের প্রথম স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল (SLV-III) নির্মাণে মূল ভূমিকা ছিল ড. কালামের। ১৯৮০ সালে এই যান 'রোহিণী' উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন করেছিল — যা ছিল ভারতের মহাকাশযাত্রার সূচনা।

2. ভারতের প্রথম অবিবাহিত রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি। সারা জীবন দেশসেবাকে উৎসর্গ করেছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত সরল ও নিঃস্বার্থ।

3. ড. কালাম ৪৮টি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি পান দেশ-বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে।

4. তিনি একসময় এয়ার ফোর্স পাইলট হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু চূড়ান্ত নির্বাচনে নবম স্থানে থাকায় তাঁর সেই স্বপ্ন পূর্ণ হয়নি — কেবলমাত্র এক ধাপের জন্য।

5. সরল জীবনের প্রতীক ছিলেন তিনি। রাষ্ট্রপতি ভবনে থেকেও কোনো বিলাসবহুল জীবনযাপন করেননি। টিভি, গাড়ি বা বড় সম্পত্তি — কিছুই নিজের জন্য রাখেননি।

6. ড. কালাম ছিলেন এক নিঃশব্দ দাতব্যকর্মী। নিজের বেতন ও সঞ্চয়ের প্রায় পুরোটাই দান করেছিলেন শিক্ষার উন্নয়ন ও দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের সহায়তায়।

7. ১৯৯৭ সালে তিনি পান ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'ভারতরত্ন'। এছাড়াও তাঁকে দেওয়া হয় 'পদ্মভূষণ' (১৯৮১), 'পদ্মবিভূষণ' (১৯৯০) সহ অসংখ্য পুরস্কার।বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি ছাড়াও ড. কালাম ছিলেন একজন অসাধারণ শিক্ষক ও প্রেরণাদাতা। তিনি বিশ্বাস করতেন — "স্বপ্নই বাস্তবতার প্রথম ধাপ, কারণ স্বপ্নই চিন্তাকে জন্ম দেয়, আর চিন্তা কর্মে রূপান্তরিত হয়।আজ তাঁর জন্মজয়ন্তীতে গোটা দেশ আবারও স্মরণ করছে সেই মানুষটিকে, যিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন — "বড় স্বপ্ন দেখো, কঠোর পরিশ্রম করো, আর দেশের সেবায় নিজেকে নিবেদিত করো।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
দৈনিক সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

জিএসটি সংস্কার ২০২৫: বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাগাল্যান্ডের অর্থনীতিতে জোয়ার

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর ২০২৫

মূল বিষয়সমূহ:

- জিএসটি ১২% থেকে ৫%-এ নামায় প্রায় ৪৪,০০০ মহিলা কারিগর নাগাল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী শাল ও বস্ত্রের বিক্রি এবং আয়ের বৃদ্ধি দেখতে পাবেন

- ১৩,০০০-রও বেশি বাঁশ ও বেত কারিগররা ৫% জিএসটি হারে উপকৃত হবেন

- ভাজা ও এক্সট্রাক্ট কফিতে ৫% জিএসটি প্রযোজ্য হওয়ায় দাম ৬–১১% পর্যন্ত কমবে; প্রায় ২,২০০ ক্ষুদ্রচাষি ও এমএসএমই লাভবান হবেন

- হসপিটালিটি সার্ভিসে জিএসটি ৫% হওয়ায় ₹৭,৫০০ পর্যন্ত হোটেল ভাড়া প্রায় ৬% সস্তা হবে

ভূমিকা

নাগাল্যান্ডের অর্থনীতি প্রাকৃতিক সম্পদ ও উদীয়মান উদ্যোগের সমন্বয়ে গঠিত, যার ক্ষেত্র কৃষি, হ্যান্ডলুম, হস্তশিল্প ও পর্যটন পর্যন্ত বিস্তৃত। সাম্প্রতিক জিএসটি সংস্কার এই রাজ্যের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা বিভিন্ন শিল্পখাতে করহার পুনর্গঠন করেছে। এর ফলে, স্থানীয় উৎপাদক ও উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি এবং পণ্য ও পরিষেবা আরও সাশ্রয়ী হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

এই সংস্কার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের এক রূপান্তরমূলক সুযোগ এনে দিচ্ছে - কারিগর, কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে ক্ষমতায়িত করছে এবং নাগাল্যান্ডকে একটি সংস্কৃতিনির্ভর, বেড়ে ওঠা বাণিজ্য ও পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে।

তাঁতবস্ত্র

চাখেসাং শাল-সহ জিআই-ট্যাগযুক্ত হ্যান্ডলুম বস্ত্র নাগাল্যান্ডের কারুশিল্প অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি। উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রগুলি হল কোহিমা, ফেক (চাখেসাং) ও দিমাপুর। সম্প্রতি কোহিমায় একটি রাজ্য এম্পোরিয়াম হাবও গড়ে উঠেছে। এই ক্ষেত্রটি মূলত নারীনির্ভর, যেখানে তাঁতীরা গৃহভিত্তিক তাঁতে কাজ করেন এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ হিসেবে পরিচালনা করেন। প্রায় ৪৪,০০০ মানুষ এই খাতে যুক্ত, যারা ঐতিহ্যবাহী বয়নপ্রথা টিকিয়ে রাখছেন।

এই পণ্যগুলি পোশাক ও উপহার বাজারে, সাংস্কৃতিক উৎসবগুলোতে বিক্রি হয়, যা নাগাল্যান্ডের ঐতিহ্যকে বিশ্বব্যাপী প্রচার করে। রপ্তানির গন্তব্যগুলির মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ইউরোপের কয়েকটি দেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইডেন ও কানাডা।

হ্যান্ডলুম শাল ও বস্ত্রে জিএসটি হার ১২% থেকে ৫%-এ নামায় ₹২,৫০০ পর্যন্ত মূল্যের পণ্য (পূর্বে সীমা ছিল ₹১,০০০) এখন প্রায় ৬.২৫% সস্তা হবে। এর ফলে বাজার প্রতিযোগিতা বাড়বে, তাঁতীদের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং মহিলা কারিগররা সরাসরি উপকৃত হবেন।

পর্যটন পরিষেবা

নাগাল্যান্ডের পর্যটন ক্ষেত্র, যার মধ্যে রয়েছে ট্যুর অপারেশন, হোটেল ও হোমস্টে, জিএসটি সংস্কারের ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হবে। কোহিমা, দিমাপুর এবং কিসামার হর্নবিল উৎসব এই খাতের মূল কেন্দ্র, যদিও বর্তমানে অন্যান্য জেলাতেও পর্যটন পরিষেবা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

বিদেশি পর্যটন সীমিত হলেও ভারতীয় পর্যটক ও প্রবাসী ভারতীয়দের আগমন ক্রমবর্ধমান। হসপিটালিটি সার্ভিসে জিএসটি ১২% থেকে ৫%-এ নামায় ₹৭,৫০০ পর্যন্ত হোটেল ভাড়া প্রায় ৬.২৫% সস্তা হবে। এর ফলে ভ্রমণ আরও সাশ্রয়ী হবে এবং রাজ্যজুড়ে পর্যটনের প্রসার ঘটবে।

বাঁশ ও বেত শিল্প

নাগাল্যান্ডের বাঁশ ও বেত শিল্প মূলত চুমুকেদিমার সোভিমা ও দিমাপুরের এনবিআরসি হাবে কেন্দ্রীভূত এবং অন্যান্য জেলাতেও এর ক্লাস্টার ছড়িয়ে রয়েছে। নাগাল্যান্ড ব্যাম্বু ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (NBDA), ২০০৪ সাল থেকে সক্রিয়, এই শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। প্রায় ১৩,০০০ মানুষ এই খাতে কর্মরত, যাদের মধ্যে রয়েছে কারিগর-নেতৃত্বাধীন এমএসএমই, গৃহভিত্তিক শিল্প ও গ্রামীণ কাঠশিল্পী। এই পণ্যগুলি দেশীয় বাজারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে আসবাবপত্র, হস্তশিল্প ও পরিবেশবান্ধব সাজসজ্জার ক্ষেত্রে। আসবাবপত্র ও হস্তশিল্পে জিএসটি হার ১২% থেকে ৫%-এ নামায় প্রায় ৬.২৫% দামের হ্রাস ঘটবে, যা গ্রাহকদের জন্য পণ্য আরও সাশ্রয়ী করবে এবং কারিগরদের আয় বৃদ্ধি করবে।

নাগাল্যান্ড কফি

জিএসটি সংস্কার নাগাল্যান্ড কফির জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। ভাজা কফি বিনে জিএসটি ১২% থেকে ৫%-এ, আর কফি এক্সট্র্যাক্টে ১৮% থেকে ৫%-এ নামানো হয়েছে। এই শিল্পটি সমগ্র রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে, মোকোকচুং, ওখা, মন, জুনহেবোটো ও টুয়েনসাং জেলায় প্রধান চাষ অঞ্চল। এই খাতটি উপজাতি ক্ষুদ্রচাষিদের দ্বারা চালিত, যারা ছায়ায় চাষ করা জমিতে কফি উৎপাদন করেন, পাশাপাশি, রোস্টিং ও রিটেলিং-এ জড়িত এমএসএমইগুলিও বাড়ছে। ২০২২-২৩ সালে নাগাল্যান্ডে প্রায় ২,২০০ নিবন্ধিত কফি চাষি ছিলেন। নাগাল্যান্ড কফি ইতিমধ্যেই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিজস্ব অবস্থান তৈরি করেছে, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাহরাইন, ইউএই, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। সবুজ বিন মূলত ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি হয়, আর ভাজা কফি ক্যাফে ও বিশেষ ক্রেতাদের কাছে সরবরাহ করা হয়। সাম্প্রতিক জিএসটি হ্রাসের ফলে মোট খরচ ৬.২৫% থেকে ১১% পর্যন্ত কমবে, ফলে নাগাল্যান্ড কফি আরও প্রতিযোগিতামূলক ও লাভজনক হবে চাষি ও এমএসএমইদের জন্য।

উপসংহার

নাগাল্যান্ডের বৈচিত্র্যময় অর্থনীতি, যা গভীরভাবে কারুশিল্প ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত- সাম্প্রতিক জিএসটি সংস্কারের ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হবে। এই সংস্কারগুলি স্থানীয় উৎপাদক ও উদ্যোক্তাদের জন্য সাশ্রয়, প্রতিযোগিতা ও বাজারে প্রবেশের সুযোগ বাড়াবে।

কফি চাষি, তাঁতী, বাঁশ কারিগর ও হোটেল ব্যবসায়ীরা আরও প্রতিযোগিতামূলক দামে লাভবান হবেন। সার্বিকভাবে, এই সংস্কার নাগাল্যান্ডের সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।

(৩ পাতার পর)

দূরসংযোগ বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ লাইসেন্সড সার্ভিস এরিয়ার দপ্তরে ৭৫ জন “সঞ্চার মিত্র”কে অন্তর্ভুক্ত করল

মহাপরিচালক (আর-২), শ্রী টি. এন. দাস, উপ-মহাপরিচালক (দূরসংযোগ), পশ্চিমবঙ্গ এল.এস.এ. এবং বিভাগের অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকরা।

কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়া ২৬ মে, ২০২৫ এ “সঞ্চার মিত্র প্রকল্প ২.০”-র জাতীয় পর্যায়ে উদ্বোধন করেন। এই প্রকল্প সফলভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নাগরিক ও সরকারের মধ্যে ডিজিটাল সংযোগের সেতুবন্ধন গড়ে তোলার কাজে যুক্ত করা হয়েছিল। নিযুক্ত সঞ্চার মিত্ররা ডিজিটাল বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করবেন এবং বিদ্যালয়, কলেজ ও বিভিন্ন জনসমাগমস্থলে সচেতনতা কর্মসূচির পরিচালনা করবেন। এর মধ্যে সঞ্চার সাথী পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপের প্রচার, মোবাইল নিরাপত্তা, প্রতারণা প্রতিরোধ এবং নিরাপদ ডিজিটাল অভ্যাসের প্রসার উল্লেখযোগ্য।

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ভারতের যুবশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিরাপদ অথচ সচেতন ডিজিটাল পরিবেশ গঠন করা এবং দূরসংযোগ পরিকাঠামোকে আরও সক্ষম করা। “সঞ্চার মিত্র প্রকল্প” সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগ। অংশগ্রহণকারীরা মানপত্র পাবেন। কৃতি ছাত্ররা শীর্ষস্থানীয় দূরসংযোপ সংস্থায় নিযুক্ত হওয়া, ডিওটি-র গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ, এবং আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ পরিসরে অবদান রাখার মত আকর্ষণীয় সুযোগ পাবেন।

সিনেমার খবর

যে কারণে শাহরুখকে চড় মেরেছিলেন অভিনেত্রী প্রিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড সিনেমার শুটিং ফ্লোরে কত কি-ই না ঘটে থাকে। অধিকাংশ সময়ই যা থেকে যায় আড়ালে অভিনেতা-অভিনেত্রীর স্মৃতির ভান্ডারে। তবে এতটা অপ্রত্যাশিত এবং অস্বস্তিকর ঘটনা খুব কমই ঘটতে দেখা যায় কারও কারও জীবনে, যা ঘটেছে অভিনেত্রী প্রিয়া গিলের জীবনে। ঠিক এমন কী ঘটনা ঘটেছিল, যা মনে পড়লে আজও শিওরে ওঠে শরীর, নেচে ওঠে হৃদয় অভিনেত্রীর? সম্প্রতি এক এক সাক্ষাৎকারে প্রিয়া গিল জানিয়েছেন সেই কথা।

'জোশ' সিনেমার শুটিংয়ের সময়ের ঘটনা। একটি গানের দৃশ্যে বলি বাদশাহ শাহরুখ খানকে একটা চড় মারার কথা ছিল অভিনেত্রী প্রিয়া গিলের। কিন্তু তখন যা ঘটেছিল, তা আজও ভুলতে পারেননি অভিনেত্রী।

তিনি বলেন, আমি তো কিং খানের ভীষণ অনুরাগী ছিলাম, সেই টেলিভিশনের সময় থেকে। তো 'জোশ' সিনেমার শুটিংয়ের সময় বুঝতেই পারছিলাম না— কীভাবে চড়টা মারব। পরিচালক মনসুর খান বারবার বলছিলেন— আরও জোরে মারো। শাহরুখ নিজেও বললেন, 'মারো, ভয় পেও না।'

প্রিয়া গিল বলেন, অবশেষে আমি জোরে একটা চড় মারলাম। চড় মারার পর একমুহূর্তে গোটা সেট নিস্তব্ধ। কেউ 'কাট' বলছে না। ক্যামেরা চলতেই থাকল। প্রিয়া বলেন, সবাই চুপ। আমি তো স্তব্ধ।

অভিনেত্রী বলেন, পরে ক্যামেরাম্যান এসে মজা করে বলল— 'মেয়েরা তোমাকে ঘৃণা করবে, তুমি শাহরুখকে চড় মেরেছ।' তবে সেদিন শাহরুখের ব্যবহার প্রিয়ার মনে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে।

প্রিয়া গিল বলেন, তিনি একটুও রেগে যাননি। বরং বললেন— 'ভালো করেছো, শটটা ঠিকঠাক হয়েছে।' এমন একজন সুপারস্টার হয়েও এতটা নম্র— এটা সত্যিই বিরল বলে জানান অভিনেত্রী।

আজ অনেক বছর পরও সেই দৃশ্যের কথা মনে পড়া প্রসঙ্গে প্রিয়া গিল বলেন, তবে এটিই ছিল তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে 'অস্বস্তিকর অথচ গুরুত্বপূর্ণ' মুহূর্ত। শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করা, বিশেষ করে এমন একটি দৃশ্য—এটি যেমন আমার কাছে লজ্জাজনক ছিল, ঠিক তেমনি একটা গর্বের বিষয়ও বটে বলে জানান প্রিয়া গিল।

ক্যাটরিনার মা হওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন পরিবার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফের বিয়ে ও সন্তান নিয়ে ভাবনা নতুন নয়। ২০২১ সালে ভিকি কৌশলকে বিয়ের প্রায় এক দশক আগে থেকেই অভিনেত্রী পরিবার-পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন— সংসার, স্বামী ও সন্তানকে তিনি বরাবরই বেশি গুরুত্ব দেন।

সামাজিক মাধ্যমে সদ্যই মা হওয়ার খবর প্রকাশ্যে এনেছেন ৪২ বছর বয়সি ক্যাটরিনা কাইফ। দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে এই অক্টোবরেই প্রথম সন্তান আসতে চলেছে অভিনেত্রীর কোলে।

সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ক্যাটরিনা কাইফ ও তার স্বামী অভিনেতা ভিকি কৌশল একটি পোস্টে তাদের ভক্ত-অনুরাগীদের জানিয়েছেন। এতে তাদের পরিবারে আনন্দের আবহ তৈরি করলেও, একই সঙ্গে কিছুটা উদ্বেগও কাজ করছে বলে জানিয়েছেন ভিকির ভাই সানি কৌশল।

একটি সূত্র জানায়, ২০২১ সালের ডিসেম্বরে ভিকি কৌশলের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সাড়ে তিন বছর পর এ দম্পতি তাদের প্রথম সন্তানের আগমনের খবর নিশ্চিত করেন।

সম্প্রতি ক্যাটরিনা ও ভিকি তাদের অনাগত সন্তানের ছবি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ক্যাটরিনা সাদা পোশাকে আছেন এবং ভিকি তার উদর স্পর্শ করে আছেন। ছবিটি প্রকাশ করে তারা লিখেছেন— আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতায় আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ।

ভিকির ভাই সানি কৌশল সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তাদের ভাই-ভাবির এ সুখবর নিয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, তাদের পরিবারের সবাই ভীষণ খুশি। তবে পাশাপাশি কিছুটা চিন্তিতও। সানি বলেন, এটা তো খুশির খবর। সবাই খুব খুশি। তবে একই সঙ্গে সবাই খুব চিন্তিত এ জন্য যে, আমরা সবাই ওই দিনটির অপেক্ষায়।

কারিশমার সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করেন প্রিয়া?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী কারিশমা কাপুরের সাবেক স্বামী সঞ্জয় কাপুরের মৃত্যুর পর আলোচনায় আসেন অভিনেত্রী। সঞ্জয়ের মৃত্যুর পর তার বিপুল সম্পত্তি নিয়ে তৃতীয় স্ত্রী প্রিয়া সচদেব কাপুর এবং অভিনেত্রীর দুই সন্তানের মাঝে চলছে আইনি লড়াই। এর মধ্যেই প্রয়াত সঞ্জয়ের বোন মন্দিরা কাপুর তাদের পারিবারিক বিরোধ নিয়ে কথা বললেন।

সম্প্রতি গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মন্দিরা বলেন, সঞ্জয়ের তৃতীয় বিয়েতে তাদের পুরো পরিবারের ঘোর আপত্তি ছিল এবং কারিশমা এ ধরনের অপমানের যোগ্য ছিল না। তিনি বলেন, কারিশমা এই অপমান পাওয়ার যোগ্য ছিল না। কারিশমাও এ বিয়ে টিকিয়ে রাখার জন্য খুব চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।

মন্দিরা বলেন, যখন সঞ্জয় ও কারিশমার সম্পর্ক ভালো চলছিল, যখন তাদের দ্বিতীয় সন্তান কিয়ানের জন্ম হয়, ঠিক সেই সময়ে প্রিয়ার আগমন ঘটে; যা একটি পরিবার ভাঙার জন্য যথেষ্টই ছিল।

সঞ্জয়ের বোন আরও বলেন, অন্তত এমন সময়ে অন্য এক নারীর উচিত ছিল না, সদ্য সন্তানের জন্ম হওয়া একটি সংসারে অশান্তি তৈরি করার। এটা খারাপ রুচির পরিচায়ক, তা প্রিয়া বুঝিয়েছেন সবাইকে।

তিনি বলেন, আমাবার বাবাও জীবদ্দশায় সঞ্জয়ের এই সম্পর্ক মেনে নেননি। তিনি বলেছিলেন— সঞ্জয় যেন প্রিয়াকে কখনো বিয়ে না করে। বাবা আরও বলেছিলেন— তিনি কোনো দিন প্রিয়ার মুখ দেখতে চান না। এমনকি তাদের কোনো সন্তানও চান না।

উল্লেখ্য, বাবার আপত্তির কারণে মন্দিরা ও তার আরেক বোন ২০১৭ সালে সঞ্জয় ও প্রিয়ার বিয়েতে যোগ দেননি। মন্দিরা এই কঠিন সময়ে কারিশমার পাশে থাকতে না পারার জন্যও দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

২০০৩ সালে সঞ্জয় কাপুরকে বিয়ে করেন কারিশমা। ২০১৬ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়। তাদের দুই সন্তান—সামাইরা ও কিয়ান। ২০১৭ সালে সঞ্জয় প্রিয়া সচদেবকে বিয়ে করেন। চলতি বছরের জুনে মারা যান সঞ্জয় কাপুর।

পেত্রাতোসের গাড়ি ঘিরে বাগান সমর্থকদের বিক্ষোভ, পুলিশের লাঠি চার্জে আহত তিন, ধৃত ২

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসিএল২ খেলতে ইরানে যায়নি মোহনবাগান। খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার অজুহাত তুলে বাগান কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে ক্লাবের এই সিদ্ধান্ত একদমই মেনে নিতে পারেননি মোহনবাগানের সমর্থকরা)। মোহনবাগানের বিভিন্ন ফ্যান পেজে তো বটেই, এমনকি ক্লাব তাঁবুতেও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। যা চলমান রয়েছে আইএফএ শিল্ডে মোহনবাগানের ম্যাচের দিনগুলিতেও।

এর আগে মোহনবাগান সমর্থকরা আইএফএ শিল্ডের ম্যাচে স্টেডিয়ামে যে প্ল্যাকার্ড নিয়ে উপস্থিত ছিলেন, তাতে লেখা ছিল, 'ভীরু প্রশাসন'। এদিন মোহনবাগানের কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে ম্যাচ ছিল ইউনাইটেড কলকাতার বিরুদ্ধে। দিমিত্রি পেত্রাতোস ও জেসন কামিংসের গোলে ইউনাইটেডকে ২-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠে পড়েছে মেরিনার্স। তবুও এসিএল২ খেলতে না যাওয়া নিয়ে

বাগান সমর্থকদের ক্ষোভের আঁচ কমেনি। এদিনও দেখানো হল বিক্ষোভ। যা থামাতে লাঠি চার্জ পর্যন্ত করতে হল পুলিশকে। এর ফলে আহত হয়েছেন বেশ কিছু সমর্থক। পাশাপাশি জানা গিয়েছে, দুই সমর্থককে আটকও করেছে পুলিশ।

এদিন বেশির ভাগ মোহনবাগান ফুটবলারই কিশোর ভারতীতে এসেছিলেন নিজেদের গাড়ি চেপে। ম্যাচের আগে দিমিত্রি পেত্রাতোস গাড়ি থেকে নামতেই তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বাগান সমর্থকরা। পাশাপাশি স্টেডিয়ামের বাইরেও দেখা গিয়েছে বেশ কিছু ব্যানার, যেখানে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা-সহ বাগান কর্তাদের পদত্যাগের দাবি করা হয়েছে।

ম্যাচ চলকালীনও মেরিনার্স সমর্থকরা ক্লাব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে টানা স্লোগান দিয়ে গিয়েছেন। এমনকি গোল করার পর পেত্রাতোসকে শুনতে হয় 'শেম শেম' আওয়াজ। তাই গোল করার পর এই অজি তারকাও সেলিব্রেশন করেননি। ম্যাচ শেষে পরিস্থিতি আরও ঘোরাল হয়। পোশাক চেঞ্জ না করেই পেত্রাতোস নিজস্ব গাড়িতে উঠলেই সমর্থকদের বিক্ষোভ বেড়ে ওঠে। তাঁরা দিমির গাড়ি চাপড়াতে শুরু করেন, চলে বিক্ষোভও। পরিস্থিতি অনুভব করে অজি ফুটবলারের চালক দ্রুত গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যান। সমর্থকদের সামাল দিতে পুলিশ শুরু করে লাঠি চার্জ। এর ফলে আহত হন দুই মহিলা ও এক পুরুষ সমর্থক। পাশাপাশি পুলিশ জানিয়েছে, দুই সমর্থককে আটক করা হয়েছে, তাঁরা মদ্যপ ছিলেন।

এই ঘটনার পর আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন বাগান সমর্থকরা। বিক্ষোভ দেখিয়ে তাঁরা বলতে থাকেন পুলিশ তাঁদের মারধর করেছে। এর প্রায় এক ঘণ্টা পরে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। পুলিশি পাহারায় স্টেডিয়াম ছাড়েন দুই দলের ফুটবলাররা। এই ঘটনার পর ফাইনালের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ভারত-পাকিস্তান ইস্যুতে আইসিসিকে আথারটনের পরামর্শ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দ্বিপাক্ষিক সিরিজ তো হয়ই না, ভারত ও পাকিস্তানের দেখা হয় বৈশ্বিক কোনো টুর্নামেন্টে। সেখানেও কত শঙ্কা। ভারত বেঁকে বসে, পাকিস্তান শর্ত জুড়ে দেয়। মাঠের খেলায় ঝাঁজটাও টের পাওয়া যায়। ক্রিকেটের নামে তখন যেন রাজনৈতিক ঝাণ্ডা উড়ানো হয়। বিষয়টি নিয়ে আইসিসিকে আরেকবার ভাবতে বলেছেন মাইকেল আথারটন।

ইংলিশ কিংবদন্তির আবেদন দুদেশের মুখোমুখি দেখা যতটা সম্ভব কম করা যায়, সেদিকে নজর ঘোরানো। আথারটনের চাওয়া, তারা যেন টুর্নামেন্টের ড্র ও খেলার সূচি নির্ধারণে স্বচ্ছতা বজায় রাখে।

তার পরামর্শ, যদি ভারত ও পাকিস্তান স্বাভাবিকভাবে একে অপরের মুখোমুখি না হয়, তাহলে কেবলমাত্র আর্থিক ও রাজনৈতিক কারণে তাদের মধ্যে ম্যাচ নির্ধারণ করা উচিত নয়।

আথারটন বলেছেন, 'যদি ড্র অনুযায়ী দুই দল একে অপরের বিপক্ষে না আসে, তাহলে জোর করে মুখোমুখি করানোর কোনও দরকার নেই।'

তার মতে, এক সময় এই দ্বিপাক্ষিক লড়াইগুলো ক্রীড়া কূটনীতির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হত। কিন্তু এখন সেগুলো দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত উত্তেজনার প্রতিফলন হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি শেষ হওয়া এশিয়া কাপের সময় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তা উল্লেখ করে অ্যাথারটন বলেন, এখন সময় এসেছে এই ভুল ধারণার অবসান ঘটানোর—যে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক স্বার্থে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচগুলো বারবার আয়োজন করা হয়।

অ্যাথারটন বলেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার ম্যাচগুলোর কারণে আইসিসি'র প্রতিযোগিতাগুলিতে অত্যন্ত বড় আর্থিক প্রভাব পড়ে, যা হয়তো এগুলো পুনঃপুন আয়োজনের অন্যতম কারণ।

তার যুক্তি, 'আগে ক্রিকেটকে কূটনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হত। এখন এটি পরিণত হয়েছে উত্তেজনা ও প্রচারের প্রতিচ্ছবিতে। এতে করে এমন ম্যাচ চালিয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।'

উজবেকিস্তান নতুন প্রধান কোচ ইতালির কানাভারো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়া উজবেকিস্তান নতুন প্রধান কোচ নিয়োগ দিয়েছে। ইতালিকে বিশ্বকাপ জেতানো অধিনায়ক ফাবিও কানাভারোকে গুরুদায়িত্বটি দিয়েছে এশিয়ার দলটি।

৫২ বছর বয়সী কানাভারোকে নিযুক্ত করার কথা জানিয়েছে উজবেকিস্তান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। ২০০৬ সালে ইতালির সবশেষ বিশ্বকাপ জয়ে নেতৃত্ব দেন কানাভারো। দেশের হয়ে সব মিলিয়ে ১৩৬ ম্যাচ খেলেন এই ডিফেন্ডার।

কোচ হিসেবে এখনও সেভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি রেয়াল মাদ্রিদ, ইন্টার মিলান, ইউভেন্তুসে খেলা কানাভারো। ক্রোয়েশিয়ার ক্লাব দিনামো জাগরেবে সবশেষ দায়িত্ব পালন করেন তিনি। সেখানে বেশি দিন টিকতে পারেননি তিনি, চার মাসেরও কম সময় যেতেই গত এপ্রিলে ক্লাবটির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় তার।

এর আগে চীন ও সৌদি আরবের ক্লাবে কোচিং করিয়েছেন কানাভারো। ২০১৯ সালে স্বল্প মেয়াদে চীনের জাতীয় দলেও অন্তর্বর্তীকালীন কোচ ছিলেন তিনি। ইতালির ক্লাব ফুটবলেও কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তার।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR